OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 709 - 716
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলাদেশের সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার জৈন্তিয়া জাতিসত্তার ‘হকতই’ উৎসব : রীতিনীতি ও সামাজিক-ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রেক্ষিত

আনোয়ার হোসেন সোহাগ
শিক্ষার্থী, স্নাতক চতুর্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
Email ID: anwarhussansuhag8069@gmail.com
0009-0003-4809-0607

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Hoktoi, Jainta, Synteng, Pnar, Socio-culture, Rituals, Social Harmony, Jainta Kingdom, Syanja.

Abstract

Indigenous Jainta (Commonly known as Khasi) people live in Jaintapur upazila of North Eastern district of Sylhet in Bangladesh. The Jainta people observe a social cum religious festival termed as ‘Hoktoi’. They celebrate Hoktoi on ‘Saptami Tithi’ of ‘Shiklopokkha’ of Bengali Lunar calendar.

In the festival the Janita people decided the programme for the salvation of the departed soul of their deceased ancestors and show gratitude to the God. They trust during this time, souls of the ancestors visit their houses. Then they offer a religious rite called ‘Siangja’ and dedicate food to the offerings. Not only this rite, in the festival, they exchange pleasantries and especially homemade cake, puli and other sweetmeats to the relatives & neighbors of their ‘Jum’ (Village /Hati). This sort of ritual is the outcome of their existing strong bondage of friendship and fellow feeling. In this research work the very nature and rules and regulations of ‘Hoktoi’ festival have been sought. As no institutional research work has not been done till today, so Qualitative Method has been adopted in the research. Much emphasis has been put into the field work for information. At Toashi Hati of Nijpat, Jaintapur, Sylhet both older & younger people of Jainta were interviewed for the information. The whole festival was observed & felt in person. And invited guests were interviewed at the festival.

The conclusion of the research shows that Hoktoi festival of Jainta is not only a ritual but also a symbol of solidarity of the Jainta ethnicity and inter community unique medium and platform for fraternity.

Discussion

১. ভূমিকা : বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারায় ‘জৈন্তিয়া’ একটি অন্যতম প্রাচীন ও অনন্য পরিচয়ে ভাস্বর জাতিসত্তা। তারা সুপ্রাচীন জৈন্তিয়া রাজ্যের উত্তরসূরি। জৈন্তিয়া জাতিসত্তা সিন্টেংদের নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার বহন করছে। সিন্টেং (Pnar) জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ বসতি পাহাড়ী অঞ্চলে গড়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উঠলেও জৈন্তিয়ারা পাহাড়ের বদলে ঐতিহাসিকভাবে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার সমতল ভূমিতেই তাদের বসতি গড়ে তুলেছে। গায়ের গড়ন ও পোশাক-আশাক কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনাচার বাহ্যিকদৃষ্টিতে খাসিয়াদের মতো মনে হলেও তারা খাসিয়াদের থেকে খানিকটা আলাদা। মূলত খাসিয়াদের উপ-শাখা হিসেবে জৈন্তিয়াদের চিহ্নিত করা হয়।

> "Like all the other sub-tribes of the Khasi tribe, the Pnar people also claim descent from Ki Hynñiew Trep [seven 'huts' (derives from- ïing 'Trep' or seven families]."[১]

এই সাতটি পরিবার থেকে জৈন্তিয়াদের উৎপত্তি বলে গবেষকের অভিমত। এছাড়াও আছে ওয়ার, ভোই ইত্যাদি জাতিসত্তা। গবেষণায় ওঠে আসে যে, জৈন্তিয়াদের অনেকে 'উপজাতি' হিসেবে বিবেচনা করলেও জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী নিজেদের 'উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত করার পরিবর্তে 'আদিবাসী জাতিসত্তা' হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে - যা তাদের ঐতিহ্যগত আত্মা-মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে গবেষকের অভিমত এই যে—

> "জৈন্তিয়ার ইতিহাসের গভীরে যেতে হলে এ রাজ্যের সিন্টেং জনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরা আবশ্যক জৈন্তিয়ার ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেকেই তাদের 'খাসিয়া জনগোষ্ঠী' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু আসলে তা নয়। এ জনগোষ্ঠী নিজেদের সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী নামেই পরিচয় দেয়। জাতিগতভাবে তারা খাসিয়াদের খুবই কাছাকাছি। খাসিয়াদের মতো তারাও মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী। তবে ভাষা ও আদি ধর্মের দিক থেকে তারা খাসিয়াদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। খাসিয়াদের আদি ধর্মের নাম নিয়েম খাসি এবং তারা খাসিয়া ভাষায় কথা বলে। আর সিন্টেংদের আদি ধর্মের নাম নিয়েমট্যানরাই; তারা কথা বলে প্নার ভাষায়।"[২]

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার নিজপাটে জৈন্তিয়াদের বসতি স্থাপনের ইতিহাস মূলত সুপ্রাচীন জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা যায়, কালক্রমে এই রাজ্যের শাসনভার খাসিয়া ও সিন্টেং রাজবংশের হাতে আসে। বিশেষ করে সিন্টেং রাজাদের শাসনামলে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক সুবিধার কারণে এই অঞ্চলটি নিরাপদ জনপদে পরিণত হয়। রাজশক্তির এই কেন্দ্রিকতাই মূলত সমতলের জৈন্তাপুরে একটি স্থায়ী ও সুসংহত জৈন্তিয়া বসতি গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। কারণ—

> "জৈন্তিয়া রাজ্যের শেষ রাজবংশের রাজারা ছিলেন সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর সুতংগা শাখার অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ সিন্টেংয়ের মতো তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে জীবনযাপন করতেন না; সমতলের জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিলেন। সমতলের নিজপাট নগরী ছিল তাদের রাজধানী এবং রাজপরিবারের সকলেই এখানে বসবাস করতেন।"[৩]

সমতলের এই নিজপাট নগরীতে বসবাসকারী রাজপরিবারের অসংখ্য পরিত্যক্ত স্থাপনা ও মেঘালিথিক পাথর এখনো কালের সাক্ষ্যবহন করছে। সমতলের নিজপাট নগরীর একটি নির্দিষ্ট অংশ হচ্ছে তোয়াশিহাটি। এই তোয়াশিহাটিতে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জৈন্তিয়ারা বসবাস করছে। তারাই এ জনপদের সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে।

> "তবে জৈন্তিয়ার মূল জনগোষ্ঠী ছিল ছিলটি এবং সিন্টেং। সিন্টেংদের পূর্বপুরুষরা জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন চীনের তিব্বত অথবা ইন্দো-চীন থেকে।"[৪]

সিন্টেংদের আগমন ও দীর্ঘদিন রাজ্য শাসনের কারণে সিন্টেংদের সংখ্যা এ রাজ্যে স্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল।

> "সিন্টেং জনগোষ্ঠীর ২৩জন রাজা ১৫০০ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন।"[৫]

ফলে সুদীর্ঘকাল ধরে এ জনপদে যে জৈন্তিয়ারা বসবাস করে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে জৈন্তিয়ারা কালক্রমে নিজেদের জৌলুস হারিয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্যকে হারাতে দেয়নি। অনেক জৈন্তিয়া নিজেদের প্রাচীন ধর্ম বদল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে খ্রিস্টধর্মের দীক্ষা নিলেও প্রাচীন ধর্মমতের প্রধান উৎসব 'হকতই' আজও তারা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করে।

> "হকতই জৈন্তিয়াদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব।"[৬]

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে প্রতি বছরের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়; চলে দুইদিন ব্যাপী। আদিবাসী জৈন্তিয়া জাতিসত্তার হকতই উৎসব প্রসঙ্গে সিলেটের শেকড় সন্ধানী লেখক আব্দুল হাই আল হাদী সিলেটের স্থানীয় এক পত্রিকার কলামে বলেছেন –

> "বাংলাদেশে বসবাসরত জৈন্তিয়া বা সিন্টেংদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হচ্ছে 'হকতই'। প্রতিবছর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উৎসবটি পালন করা হয়। প্রধানত : ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এটি জৈন্তিয়াদের সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। প্রথাগত পদ্ধতিতে কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াত পূর্ব-পুরুষদের বিদেহী আত্মার প্রশান্তি কামনা এবং কর্ম ও কীর্তি স্মরণ করা হয় 'হকতই' অনুষ্ঠানে। একই সাথে এর মাধ্যমে নিজেদের অনাগত ভবিষ্যতের মঙ্গল ও প্রশান্তিও কামনা হয়। সিলেটের জৈন্তাপুরের নিজপাটে বসবাসরত জৈন্তিয়ারা অত্যন্ত আড়ম্বরে উৎসবটি পালন করে।"[৭]

'হকতই' উৎসব উদযাপনের সময় তারা বাহারি রকমের খাবার তৈরি করে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মার প্রশান্তি কামনায় যেমন নৈবদ্য হিসেবে নিবেদন করে ঠিক তেমনি তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে খাবার আদান-প্রদান করে থাকে। সাধারণত দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত এ উৎসবে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এমনকি তারা উৎসব উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করে। হকতই উৎসবটি তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির ভিত মজুবত করার পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মিলনমেলার সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। বিস্ময়করভাবে, এই উৎসবটি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হল এই উৎসবের অন্তর্নিহিত সামাজিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।

২. হকতই উৎসব : পটভূমি ও রীতিনীতি : 'হকতই' উৎসবের পটভূমি ও রীতিনীতি সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্যে বিষয়টি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

২.১. উৎসবের উৎপত্তি ও নামকরণ : যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার অভাবের কারণে 'হকতই' উৎসবের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। জৈন্তিয়ারা তাদের পূর্ব-পুরুষের মাধ্যমে বংশানুক্রমে এ উৎসবটি পালন করে আসছে; যা লৌকিক আচার হিসেবে গন্য করা যায়। 'হকতই' উৎসবে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জৈন্তিয়ারা ভবিষ্যতের জন্যে কল্যাণ কামনা করে এবং 'সিয়াংজা' নামক এ বিশেষ ধর্মীয় কার্য সম্পাদানের মাধ্যমে পূর্ব-পুরুষদের আত্মার প্রশান্তি কামনা করে। তাদের বিশ্বাস এ উৎসব চলাকালে পূর্ব-পুরুষদের আত্মা গৃহে ফিরে আসে এবং উৎসর্গকৃত খাদ্য গ্রহণ করে। এজন্য তারা এ উৎসবের সময় সিয়াংজার জন্যে পূর্ব-পুরুষদের প্রিয় খাদ্যগুলোকে বেছে নেয়। পূর্ব-পুরুষের আত্মা এতে তুষ্ট হয়। আর পূর্ব-পুরুষদের আত্মার প্রশান্তি কামনা করা উত্তর-পুরুষের জন্যে অত্যাবশকীয়। কেননা, এই কামনা করা পূর্ব-পুরুষদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাদের পূর্ব-পুরুষদের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া, ভক্তি জানিয়ে থাকে। এটা সকল ধর্মের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলা যায়। জৈন্তিয়ারাও বিশ্বাস করে পূর্ব-পুরুষের জন্যে ঈশ্বরের কাছে কল্যাণ কামনা করা উত্তর-পুরুষের কাছে পূর্ব-পুরুষদের একটা হক। অধিকার বা হক থেকেই হকতই শব্দের প্রচলন বলে অনেকেই মনে করেন। এ প্রসঙ্গেও শেকড় সন্ধানী লেখক আব্দুল হাই আল হাদী স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ কলামে আরো জানিয়েছেন—

> "খাসিয়া ভাষায় 'হক' শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার বা পাওয়া। এ 'হক' শব্দের অর্থ থেকে 'হকতই' শব্দের উদ্ভব বলে অনেকেই মনে করেন। প্রয়াত পূর্ব পুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা উত্তর পুরুষদের দায়িত্ব এবং পূর্ব পুরুষদের 'হক' বা অধিকার। সম্ভবত এ থেকেই 'হকতই' শব্দের প্রচলন হয়ে থাকতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> পারে। আবার, অনেকে 'হকতই' এর সাথে হিন্দুদের 'সপ্তই' বা 'হপ্তই' এবং 'হপ্তই' এর সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন। মাঘের সপ্তমীতে হিন্দুদের অনেকে 'সপ্তই' বা 'হপ্তই' পূজা করে থাকেন। আসামীরা 'স' কে 'হ' বলে থাকেন। সপ্তমী থেকে হপ্তমী বা হপ্তই এবং 'হপ্তই' থেকে 'হকতই' শব্দের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। তবে দিনের মিল ছাড়া এ দুটির (উদ্দেশ্য ও রীতিনীতির) মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। এক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অনেকের কাছে। সে মতে, প্রাচীন জৈন্তিয়া রাজারা হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে আসার পর তাদের মধ্যে অনেক পূজা-পার্বণের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু নিজের জাতির বেশিরভাগ অংশ হিন্দু ধর্ম থেকে বিরত থেকে নিজেদের লোকায়ত ধর্ম 'নিয়ামথ্রে' পালন করতে থাকে। তখন তাদেরকে আনন্দের অংশীদার করার জন্য মাঘের 'পঞ্চমী'র একদিন পর 'সপ্তমী'র দিন পূর্ব-পুরুষের আত্মার শান্তি ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য এ উৎসবের প্রচলন করে। তখন থেকেই এটি প্রতিবছর চলে আসছে। তবে বেশিরভাগই একমত যে, জৈন্তিয়া জাতির ইতিহাস ও ধর্মের সাথে সর্বদাই এটি জড়িত ছিল ও এটি জাতির ইতিহাসের মতোই প্রাচীন একটি উৎসব।"[৮]

২.২. উৎসবের সময়কাল ও প্রস্তুতি : 'হকতই' উৎসব সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দিনে উদযাপিত হয়। প্রতিবছর বাংলা বর্ষপঞ্জির মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এ উৎসবটি পালন করা হয়ে থাকে। সাধারণত এক সপ্তাহ আগে থেকেই নানান প্রস্তুতি তাদের চলে। জৈন্তিয়ারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্থ থাকার কারণে উৎসব উপলক্ষ্যে তারা কিছুদিন হাতে রেখে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন করা শুরু করে। যাদের মাটির ঘর আছে তারা নতুন মাটি দিয়ে মেজে ও দেয়াল লেপে রাখে। এমনকি সপ্তাহের হাট বাজারের দুইদিনের যেকোনো একদিন নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী মাছ-মাংস, তরি-তরকারি সদাই করে রাখে। বিভিন্ন পিঠা-পুলি তৈরির জন্যে দু'একদিন পূর্বেই চাল কুড়ানোর কাজ সেরে নেন অনেকে। আধুনিক মেশিনচালিত যন্ত্রেই চাল কুড়ানোর কাজ বেশিরভাগই করে থাকলেও কেউ কেউ কাঠের তৈরি পুরোনো 'গাইল-সিয়া'তে ভেজানো চাল কুড়ানোর কাজ করেন। বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলেই তা অনেক যত্নের সাথে সম্পাদনের জন্যে হাতে সময় রেখে কাজ করতে সকলেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজনেরাও এই সময়ে জৈন্তাপুরে আসতে শুরু করেন। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার ও ভারতের মেঘালয় রাজ্যে তাদের আত্মীয়স্বজন বেশি থাকার কারণে তারা হাতে সময় নিয়ে জৈন্তিয়াদের বাড়িতে আসেন। 'হকতই' উৎসবকে কেন্দ্র করে চলে মিলনমেলা। হকতই উৎসব আপাতদৃষ্টিতে দুইদিন চলে। মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয় নির্ধারিত দিনটিতেই। তবে এর বাইরে এ দুইদিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার থাকে। বিশেষত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি প্রথমদিন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় শুরু হয়। হকতই উৎসবে বাঙালিদের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। এমনকি কেউ কেউ লটারি কিনে পুরস্কার জেতার সুযোগও পান যা প্রতিবছরই সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি কাড়ে।

২.৩. প্রধান আচার-অনুষ্ঠান : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, "জৈন্তিয়াদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হচ্ছে হকতই।"[৯] আর তাই জৈন্তিয়ারা অত্যন্ত ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উৎসবটি পালন করে থাকে। উৎসবটিতে বিভিন্ন আচার পালন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গবেষণার তথ্যমতে, সিয়াংজা পালন করাই এ উৎসবের মূল লক্ষ্য। সিয়াংজা নামক ধর্মীয় কার্য সম্পাদনেও কিছু আচার তাদের পালন করতে হয়। এই উৎসবের মূল আচারের মধ্যে রয়েছে:

সিয়াংজা সম্পাদন ও খাদ্য নিবেদন : জৈন্তিয়ারা 'হকতই' উৎসব পালনের সময় 'সিয়াংজা' নামক বিশেষ ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।[১০] হকতইয়ের দিন 'সিয়াংজা' পালন তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। পূর্ব-পুরুষদের আত্মা গৃহে এদিন ফিরে আসে এবং সেই আত্মা তাদের নিবেদনকৃত খাদ্য গ্রহণ করে বলে তাদের বিশ্বাস। এজন্য তারা সিয়াংজা পালনের জন্যে সকাল থেকে নিজেদের শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের জন্যে স্নান করে রান্না শুরু করে। গৃহের সবচেয়ে প্রবীণ নারী খাদ্য তৈরি করে থাকে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর কারণে কম বয়সী মেয়ে শিশুও এ কাজ করতে পারে। খাদ্য তৈরিতে সাধারণত সেসকল খাবারের দিকে বিশেষ নজর রাখা হয় যে খাবারগুলো বাড়ির পূর্ব-পুরুষ বেশি পছন্দ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করতেন। এছাড়াও মাছ ভাজা, পিঠা-পুলি, পায়েস, ফল-মূলসহ অন্যান্য খাবার তৈরি করে 'সিয়াংজা'র জন্যে রাখা হয়। সিয়াংজার সময় একটি কলাপাতা বাড়ির পূবদিকে মুখ করে রেখে সেখানে বিভিন্ন খাবার নিবেদন করা হয়। এ কাজটিও করেন বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ কোনো নারী সদস্য। সিয়াংজা পালনের সময় তারা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ থাকেন। কেননা, তখনই তাদের পূর্ব-পুরুষ গৃহে প্রবেশ করেন বলে তারা বিশ্বাস করেন। সিয়াংজা পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল ।সিয়াংজা পালন শেষে তারা নিজেরা খাবার খাওয়া শুরু করে এবং একটা নির্দিষ্ট অংশ বাড়ির নির্জন কোণে রাখে। এ সম্পর্কেও গবেষকের অভিমত এই যে—

> "বিশেষ পদ্ধতিতে এ ধর্মীয় কাজ সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে এটি বিশ্বাস করা হয় যে, মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা সিয়াংজা'র সময় বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং সবকিছু দেখতে পারে। এজন্য সর্বোচ্চ সম্মান ও ভক্তির মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন করা হয়। এরপর বাড়ীর সবাই সমবেত হয়ে পূর্বসূরিদের আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করেন। কখনও বাড়ীর প্রত্যেক সদস্য আলাদাভাবে এটি করে থাকেন। এটি পূর্বপুরুষের প্রতি নিজের ভক্তি ও শ্রদ্ধার বহি:প্রকাশও বটে। তারা স্রষ্ঠা ও পূর্বসূরিদের কাছে নিজেদের মঙ্গলও প্রার্থনা করেন। নৈবদ্য প্রদানের পর সেটি অনেক্ষণ রাখা হয়। পরবর্তীতে এটি বাড়ীর নির্জন কোন স্থানে রেখে আসা হয়। খাবারের বাকি অংশ নিজেরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খেয়ে নেয় এবং আত্মীয়দের মধ্যেও বিতরণ করা হয়। সাধারণত সকালেই 'সিয়াংজা' পালন করা হয়। কোন কারণে দেরী হলে সূর্যাস্তের পূর্বেই এটি করা বাধ্যতামূলক।"[১১]

চিত্র-১ : সিয়াংজার জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য
-ফয়সাল খংলা (চিত্র গ্রাহক)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : জৈন্তিয়ারা যেখানে বসবাস করে সেই জায়গাটিকে সম্বোধন করা হয় 'হাটি' নামে। বর্তমানে জৈন্তাপুরে জৈন্তিয়ারা যেখানে বসবাস করে সেই স্থানটি অনেকের কাছে 'খাসিয়াহাটি' নামে পরিচিত। তবে এ গ্রামটির প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নাম হচ্ছে 'তোয়াশিহাটি'। এ হাটিতেই একত্রে জৈন্তিয়ারা বসবাস করে। সাধারণত এখানে কোনো বাঙালি পরিবার কখনো ছিল না বর্তমানেও নেই। এখানে পাকা একটি ভবন 'ক্লাব' ঘরে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোর-কিশোরী থেকে নানান বয়সী নারী-পুরুষ অংশ গ্রহণ করে। নিজেদের ঐতিহ্যকে নানাভাবে স্মরণ করার একটি প্রয়াস তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেই তারা গান পরিবেশন করে। নিজেদের ভাষার গানের পাশাপাশি বাংলা গান গাইতে শোনা যায়। নৃত্যের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পোশাক-আশাক ও গহনা 'কস্টিউম' হিসেবে তারা ব্যবহার করে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। এ অনুষ্ঠানে বাঙালি দর্শকের ভিড় জমে। এমনকি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি আমন্ত্রিত হিসেবে অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।

২.৪. নিষেধাজ্ঞা : হকতই পালনের সময় কিছু ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা পালন করা হয়ে থাকে।[১২] অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যেমন অশুচি অবস্থায় ধর্মীয় কার্যাদি পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ঠিক তেমনি জৈন্তিয়াদেরও রয়েছে। এমনকি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভাইরাসঘটিত ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত (যেমন হাম, বসন্ত, করোনা) কোনো রোগী কোনো পরিবারের মধ্যে থাকলে সে পরিবারটির লোকেদের জন্য নিষেধাজ্ঞাটি পালন করা আবশ্যকীয়। এ ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যুক্তিযুক্ত। কেননা, বৃহৎ সমাবেশ যেসব জায়গায় হয় সেসব জায়গায় ভাইরাস আক্রান্ত কোনো রোগীর উপস্থিতি অনেকের জন্যে অমঙ্গলজনক।

২.৫. পোশাক-পরিচ্ছদ : 'হকতই' উৎসবের দিনে জৈন্তিয়ারা নতুন পোশাক পরিধান করে থাকে। উৎসবের দিন নতুন পোশাক পরিধানের যে সংস্কৃতি অন্যান্য ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে (যেমন: ইদ বা পুজো) লক্ষ করা যায়, তার প্রতিফলন হকতই পরবেও বিদ্যমান। তবে এই দিনটিতে তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধানে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ধুতি এবং মাথায় বিশেষ ধরণের পাগড়ি ব্যবহারের পাশাপাশি গলায় ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কার বা মালা পরিধানের প্রথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তা সকলেই পরিধান করে বিষয়টি এমন নয়, আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অনেককেই দেখা যায়। অন্যদিকে নারীরা 'জাইনসেম' নামক একধরণের বিশেষ পোশাক পরে এবং গায়ে অলঙ্কার শোভা পায়।

চিত্র-২: নিজস্ব পোশাকে জৈন্তিয়ারা
-ফয়সাল খংলা (চিত্রগ্রাহক)

৩. সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতির স্বরূপ : 'হকতই' উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি। এই উৎসবে কেবল জৈন্তিয়া সম্প্রদায়ই নয়, বরং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও অংশগ্রহণ করে। হকতই উৎসবের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব—

৩.১. সামাজিক সংহতি : জৈন্তিয়ারা খুব শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়। তাদের হাটিতে ঝগড়া-বিবাদ কিংবা মনোমালিন্যের ঘটনা তেমন চোখে পড়ে না। যদি কারো ভেতর বা কোনো পরিবারের সাথে অন্য কোনো পরিবারের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় তখন তা 'হকতই' উৎসবের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। 'হকতই' একতার জয়গান গায়, বন্ধনকে করে আরো শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত। হকতইয়ের দিন জৈন্তিয়াদের মধ্যে পিঠা-পুলি বিতরণের একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলে। পিঠা-পুলি বিতরণের নীরব এ প্রতিযোগিতায় বাদ পড়ে না একটি পরিবারও। কে কাকে কত বেশি দিতে পারে সেটাই নীরব এই প্রতিযোগিতার মুখ্য বিষয়। সকল বিভেদ ভুলে একে-অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পিঠা-পুলি আদান-প্রদান করে। সামাজিক সম্প্রীতির এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এমনকি উৎসবের আনন্দ হাটির ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করার মাধ্যমে সাম্যের গান ধ্বনিত হয়। কেবল তাই নয়, জৈন্তিয়াদের বাঙালি বন্ধু-বান্ধবরাও এ উৎসবের আমন্ত্রিত অতিথি থাকেন। উৎসবের আনন্দ বাঙালি জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করার যে দৃষ্টান্ত তা 'হকতই' উৎসবকে সর্বজনীন উৎসবে পরিণত করে। কথাটিই পরোক্ষভাবে হকতই উৎসব সামনে নিয়ে আসে। বাঙালি ও জৈন্তিয়াদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখার ক্ষেত্রে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হকতই উৎসব তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ভিক্টর টার্নার উৎসবের এমন গুরুত্বের কথা বলেছেন যেখানে সামাজিক বিভেদ মুছে গিয়ে 'কমিউনিটাস' তৈরি হয়।

> "It is as thought there are here two major 'models' for human interrelatedness … The second … is of society as an unstructured or rudimentarily structured and relatively undifferentiated communitas, community, or even communion of equal individuals."[১৩]

চিত্র-৩: হকতইয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলনমেলা
-ফয়সাল খংলা (চিত্র গ্রাহক)

৩.২. ধর্মীয় উদারতা : বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে খ্রিস্টান? - সকল ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ওঠে উৎসবের আনন্দ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে জৈন্তিয়ারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

> "গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।"[১৪]

নজরুলের সাম্যবাদী কবিতার এই পঙক্তির মতোই হকতইয়ের মূল সুর সাম্য প্রতিষ্ঠা। কেননা, তারা ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে সকল বিভেদ ভুলে একে-অপরকে কেবল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে।

৩.৩. বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিচয় : 'হকতই' উৎসব বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে আমাদের দেশে যে একটি বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা জৈন্তিয়া জাতিসত্তার 'হকতই' উৎসব নতুন করে জানান দিয়ে যায়।

৪. আলোচনা ও বিশ্লেষণ : যেহেতু এই 'হকতই' উৎসব নিয়ে ইতোপূর্বে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার কাজ হয়নি, তাই মাঠপর্যায়ে দেখা গেছে যে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই এই উৎসব টিকে আছে। পূর্ব-পুরুষদের উৎসব পালন ও মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর-পুরুষেরা হকতই পালন করে যাচ্ছে। ধর্মের পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও জৈন্তিয়ারা তাদের সুপ্রাচীন ধর্মের প্রধান উৎসবটি আজও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করছে। আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রভাবে উৎসবের কিছু ধরনে পরিবর্তন আসলেও এর মূল চেতনা এখনো অটুট।

উপসংহার : সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার নিজপাট তোয়াশিহাটিতে বসবাসকারী জৈন্তিয়ারা ঐতিহাসিকভাবে জৈন্তিয়া রাজ্যে বসবাস করে আসছে। তারাই এ জনপদের সবচেয়ে প্রাচীন আদিবাসী জাতিসত্তার অধিকারী। জৈন্তিয়াদের 'হকতই' উৎসব কেবল একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রধান উৎসব নয়, এটি তাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক। অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী জৈন্তিয়ারা বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায় যারা 'হকতই' উৎসবটি পালন করে থাকে। এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 88
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 709 - 716
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উৎসবের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা কেবল ওই সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার জন্যও জরুরি। রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই উৎসবটি সাংস্কৃতিক পর্যটনের একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে।

Reference:

১. Sen, Soumen (2004), Khasi - *Jaintia folklore : context, discourse and history*, NFSC, Chennai, p. 56
২. আযহার, আসিফ (২০২৫), *জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিকথা*, কালান্তর প্রকাশনী, সিলেট, পৃ. ৩১
৩. তদেব, পৃ. ৩৩
৪. তদেব, পৃ. ৩২
৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৬. আল-হাদী, আ. হ. (২০১৯, ১২ ফেব্রুয়ারি), *'হকতই': জৈন্তিয়াদের প্রাণের উৎসব*, সিলেট টুডে ২৮ https://www.sylhettoday24.news/news/details/Feature/10508
৭. তদেব
৮. তদেব
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. তদেব
১৩. Turner, Victor (1969) *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Aldine Publishing Company, Chicago, p. 95
১৪. ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৯৬), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, সম্পা. আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৭৯

পরিশিষ্ট :

মাঠ পর্যায়ের সাক্ষাৎকার :

১. সুরঞ্জিত রম্বাই (২০২৬, ৪ মার্চ), সভাপতি, জৈন্তিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়, জৈন্তাপুর, সিলেট।
২. অন্নময়ী সুমের (২০২৬, ২মার্চ), প্রবীণ সদস্য, জৈন্তিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়, জৈন্তাপুর সিলেট।
৩. ডিখার, প্রীতম (২০২৬, ৫ মার্চ), শিক্ষিত তরুণ সদস্য, জৈন্তিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়, জৈন্তাপুর, সিলেট।
৪. নাইয়াঙ, নুয়েল (২০২৬, ৫ মার্চ), নবীন সদস্য, জৈন্তিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়, জৈন্তাপুর, সিলেট।
৫. আহমদ, মারুফ (২০২৬, ১১ মার্চ), উৎসবে আমন্ত্রিত বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্য, জৈন্তাপুর, সিলেট।
৬. দাস, সৌরভ (২০২৬, ১১ মার্চ), উৎসবে আমন্ত্রিত বাঙালি সনাতন সম্প্রদায়ের সদস্য, জৈন্তাপুর, সিলেট।